তারিখ 26 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

দৈনিক
ইত্তেফাক

আইলা ও সিডরে ১৫ লাখ শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে

গোলটেবিলে বক্তারা

দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় স্কুলের নিরাপত্তাবৃদ্ধি, অবকাঠামোগত পরিবর্তন করে সকলের উপযোগী করা প্রয়োজন। দেশে ৩৯০০ সাইক্লোন শেল্টার আছে। এই শেল্টারগুলোতে তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশে আইলা ও সিডরের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১৫ লাখ শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ে। তাই শিশুদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে সরকার শিশুবান্ধব পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনায় দুর্যোগের আগে ও পরে শিশুদের স্বাস্থ্য, পড়াশুনাসহ সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

গতকাল রবিবার নগরীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে 'কম্প্রিহেনসিভ স্কুল সেফটি' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিসেফ-এর ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ স্তেফানু স্যাভি। প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার-এর দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যাভিলিনো ফিলিও। গোল টেবিল পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ শাহ কামাল। স্বাগত বক্তব্য দেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব সুলতান মাহমুদ। আলোচনা করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডিন অধ্যাপক মাকসুদ কামাল।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, দুর্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় কেন্দ্র করতে হবে। আশ্রয় কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতবান্ধব করতে হবে। তিনি আরো বলেন, দুর্যোগের সময় সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি। এই জন্য সরকার ৩য় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

মোহাম্মদ শাহ কামাল বলেন, গত বন্যায় ২২ জন মানুষ মারা যায় যাদের মধ্যে ১৫ জন শিশু। তারা সাঁতার জানত না। দেখা গেছে- এই শিশুদের মায়েরা সচেতন নয়। তাই মায়েদের সচেতন করতে হবে। শিশুদের সাঁতারশিক্ষা দেয়াসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষতাবৃদ্ধি করতে হবে। ভূমিকম্পের বিষয়েও বিশেষ সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। আর দুর্যোগের সময় শুকনো খাবার রান্নার বিষয়ে জোর দেন তিনি। তিনি বলেন, গত বিপর্যয়ে আমাদের শুকনো খাবার ছিল বলে প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠতে পেরেছি।

স্বাগত বক্তব্যে সুলতান মাহমুদ বলেন, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় স্কুলের নিরাপত্তাবৃদ্ধি করা, অবকাঠামোগত পরিবর্তন করে সকলের উপযোগী করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কিভাবে হাসপাতালগুলোকে যুক্ত করা যায় তাও দেখতে হবে। তিনি ২০০৭ ও ২০০৯ সালের দুর্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, শিশুরা এই ট্রমা কাটিয়ে ওঠতে সময় নেয়। তাই আমাদের ট্রমা কাটানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, স্কুলগুলোর নিজস্ব একটা নিরাপত্তা পরিকল্পনা করা জরুরি। দেশে ৩৯০০ সাইক্লোন শেল্টার আছে। এই শেল্টারগুলোতে তথ্য দেয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। দুর্যোগের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়েও বিশেষ নজর দিতে হবে'

আলোচনায় ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি শ্যামল সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুশান্ত কুমার প্রামাণিক, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জাকিয়া সুলতানা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিচালক আবুল হোসেন প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।